গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য -০৫ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং: ৩৩.০০.০০০০.১৩০.১৫.০১৭.১৯-(খন্ড-২)- ৮৭

তারিখঃ ১৫ চৈত্র ১৪২৯
২৯ মার্চ ২০২৩

বিষয়: বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামী চিংড়ি চাষ প্রবর্তন এবং এ-সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ সম্বলিত নির্দেশিকা (Guideline) অনুমোদন।

সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০৩.২৩-১০৭; তারিখ: ০৫-০৩-২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামী চিংড়ি চাষ প্রবর্তন এবং এ-সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ সম্বলিত নির্দেশিকা (Guideline) নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তিঃ গাইডলাইন।

মোঃ হেমায়েত হোসেন
যুগ্মসচিব
☎০২-৫৫১০১২২৪
ই-মেইল-fisheries-5@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল।

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ নির্দেশিকা

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মার্চ, ২০২৩

Scanned with CamScanner

ভূমিকা:

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের আয়, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে চিংড়ি সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের দশ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা চিংড়ি চাষের উপর নির্ভরশীল। বৃহত্তর খুলনা এবং কক্সবাজার অঞ্চলের উপকূলবর্তী প্রায় ২,০৬,৭৬৩ হেক্টর জমিতে বর্তমানে বাগদা চিংড়ি খামার পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ২০২১-২০২২ সালে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ৭২,৮০৯ মে. টন। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনশীলতা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বিগত দশক হতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত চিংড়ির প্রায় ৮০ শতাংশই ভেনামি চিংড়ি।

চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় গত ২০১৮ সালে সরকারের নিয়ন্ত্রণে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়নে দেশে ভেনামি চিংড়ির পরীক্ষামূলক চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক ভেনামি চিংড়ি চাষ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান, দেশিয় বাজারে সরবরাহ প্রভৃতি দিকে গুরুত্বারোপ করে দেশে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ভেনামি চিংড়ি উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হলো। অত্র নির্দেশিকায় ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিকভিত্তিতে চাষবাদ প্রবর্তনের সকল বিষয়াদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র:

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	শিরোনাম	১
২.	ভেনামি চিংড়ি পরিচিতি	১
৩.	সংজ্ঞার্থ	১
৪.	প্রয়োগক্ষেত্র	১
৫.	আইনগত ভিত্তি	২
৬.	ব্রুড ভেনামি চিংড়ি/পিপিএল/পিএল আমদানি	২
৭.	কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদি	৩
৮.	ঘের/খামারের বৈশিষ্ট্য	৩
৯.	ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমোদন প্রক্রিয়া	৩
১০.	ভেনামি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা	৫
১১.	আহরণকালীন ও আহরণোত্তর ব্যাবস্থাপনা	৬
১২.	তথ্য সংগ্রহ এবং পরিবীক্ষণ	৬
১৩.	আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ	৭
১৪.	সরকারের ক্ষমতা	৭

Scanned with CamScanner

১. শিরোনাম

১. এ নির্দেশিকা 'বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ নির্দেশিকা' নামে অভিহিত হবে; এবং

২. এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. ভেনামি চিংড়ি পরিচিতি

ভেনামি চিংড়ি (*Litopenaeus vannamei*) পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের একটি চিংড়ি প্রজাতি যা উচ্চ ফলন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সারা বিশ্বে চাষ করা হচ্ছে।

- সাধারণ নাম: Vannamei Shrimp
- ইংরেজি নাম: Whiteleg Shrimp
- বৈজ্ঞানিক নাম: *Litopenaeus vannamei*

বর্তমানে চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইকুয়েডর, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ভেনামি প্রধান চাষকৃত চিংড়ি প্রজাতি।

৩. সংজ্ঞার্থ

১. 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর;

২. 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

৩. 'মহাপরিচালক' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

৪. 'প্রজননক্ষম ভেনামি চিংড়ি' (Brood Vannamei Shrimp) অর্থ প্রজননের জন্য উপযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রী ভেনামি চিংড়ি;

৫. 'পিএল' (Post Larvae) অর্থ চিংড়ির লার্ভি অবস্থা অতিক্রান্ত হতে ১৫ দিন পর্যন্ত বয়সের চিংড়ি পোনা;

৬. 'পিপিএল' (Parent Post Larvae) অর্থ 'ব্রুড চিংড়ি' উৎপাদনের জন্য বাছাইকৃত 'পিএল';

৭. 'এসপিএফ' বা 'SPF' (Specific Pathogen Free) অর্থ নির্দিষ্ট রোগজীবাণু মুক্ত;

৮. 'এসপিআর' বা 'SPR' (Specific Pathogen Resistant) অর্থ নির্দিষ্ট রোগজীবাণু প্রতিরোধী;

৯. 'ভেনামি খামার' বা 'ভেনামি ঘের' অর্থ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষের জন্য নির্বাচিত জলাশয়।

৪. প্রয়োগক্ষেত্র

এই নির্দেশিকা নিম্নবর্ণিত স্থানে সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধির পাশাপাশি আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ হিসাবে প্রয়োগ হবে-

১. ভেনামি চিংড়ি চাষের সকল খামার/ঘের;

২. কোয়ারেন্টাইনের জন্য নির্বাচিত এলাকা;

৩. আমদানিতব্য প্রজননক্ষম/পিএল/পিপিএল ভেনামি চিংড়ির প্রবেশ বন্দর;

Scanned with CamScanner

৫. আইনগত ভিত্তি

১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;

২. মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;

৩. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রনীত বিধিমালা;

৪. মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

৫. মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;

৬. এতদসংক্রান্ত সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা।

৬. ব্রুড ভেনামি চিংড়ি/পিপিএল/পিএল আমদানি

১. অত্র নির্দেশিকার ৯ নং অনুচ্ছেদ-এর আলোকে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত খামার/ঘেরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিএল আমদানির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দাখিল সাপেক্ষে আমদানির অনুমতি প্রদান করা হবে। আমদানির অনাপত্তিপত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি দাখিল করতে হবে-

ক) হালনাগাদ সংশ্লিষ্ট মৎস্য হ্যাচারি লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

খ) ঘের/খামারের ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতিপত্র;

গ) আমদানির প্রোফর্মা ইনভয়েস (সংশ্লিষ্ট মাছের সায়েন্টিফিক নাম, সাইজ, ওজন, পরিমাণ, এইচএস কোড, উৎস, প্রবেশ বন্দর ইত্যাদি উল্লেখসহ);

ঘ) সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হতে প্রদত্ত বৈধ স্বাস্থ্য সনদ (OIE/WOAH listed disease free হতে হবে);

ঙ) কৌলিতাত্ত্বিক জাত উন্নয়নের তথ্যাদি (Documents on history of strain development);

চ) উল্লিখিত ভেনামি চিংড়ি আমদানির উদ্দেশ্য;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত ঘের/খামারের সাথে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি;

জ) সংশ্লিষ্ট ঘের/খামারের/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদির তথ্য;

ঝ) সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ভেনামি চিংড়ি উৎপাদন/জাত উন্নয়ন/রপ্তানি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষমতার তথ্যাদি;

ঞ) বলবৎ আইন ও বিধির আলোকে মহাপরিচালক চাহিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি।

২. এসপিএফ/এসপিআর ব্রুড ভেনামি চিংড়ি/পিপিএল/পিএল রপ্তানীকারক দেশের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন-

ক) আমদানিযোগ্য এসপিএফ/এসপিআর ব্রুড ভেনামি চিংড়ি/পিপিএল/পিএল সমূহ আন্তর্জাতিক মানদন্ডের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং এদের উৎস-মূল, রোগজীবাণু পৃথকীকরণ ও ব্রুড উন্নয়ন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে।

খ) সরবরাহকারী হ্যাচারি/বিএমসি/প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন দেশে এসপিএফ/এসপিআর ব্রুড ভেনামি চিংড়ি এবং পিপিএল/পিএল রপ্তানি করার অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা থাকতে হবে।

৭. কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদি

সরকারি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন বা সুবিধাদি তৈরী হওয়ার আগ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আমদনিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদি থাকতে হবে। আমদানিকৃত ব্রুড ভেনামি চিংড়ি/পিপিএল/পিএল বর্ণিত স্থানে কোয়ারেন্টাইনপূর্বক কোয়ারেন্টাইন অফিসারের তত্ত্বাবধায়নে অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে সংশ্লিষ্ট রোগের পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বর্ণিত কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদি পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮. ঘের/খামারের বৈশিষ্ট্য

খামার/ঘেরের বায়োসিকিউরিটি ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক-

ক) খামারের চারদিকের পাড় যথেষ্ট উচু হতে হবে যেন তা বন্যামুক্ত হয় ও অন্যান্য অনাকাঙ্খিত ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়;

খ) নিরাপদ পানির উৎসসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজুদ পুকুর, নার্সারি পুকুর, শোধন পুকুর সুবিধাদি;

গ) পুকুরের চারপাশ জাল/তার/প্লাস্টিক দিয়ে উচু বেড়া দিতে হবে যেন বাইরে কোন প্রকার প্রাণী, কাঁকড়া, সাপ, অন্যান্য মাছ ও রোগজীবাণু বহনকারী কোন প্রাণী ঢুকতে না পারে;

ঘ) খামারে প্রবেশ গেটে disinfectant foot and hand baths রাখা যেতে পারে;

ঙ) খামারের পানি প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য মানসম্পন্ন ইনলেট ও আউটলেট ব্যবস্থা থাকতে হবে;

চ) খামারে ব্যবহৃত পানি বাইরে বের করার ক্ষেত্রে যথাযথ শোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

৯. ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমোদন প্রক্রিয়া

প্রাথমিক পর্যায়ে উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করার অনুমোদন দেয়া হবে। বায়োসিকিউরিটি, কোয়রেন্টাইনসহ ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি বিদ্যমান খামার/প্রতিষ্ঠানকে এ চাষের অনুমোদন প্রদান করা হবে। নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরে দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের অনুচ্ছেদ-৭-এ উল্লিখিত প্রমাণাদি/তথ্যাদি আবেদনের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ভেনামি খামারের অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমোদন প্রদান করবেন।

Scanned with CamScanner

মাঠপর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক আবেদন/আবেদনসমূহের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন।

ক) মাঠ পর্যায়ের কমিটি

ক্র. নং	কর্মকর্তার পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট জেলায় বিএফআরআই-এর দপ্তর বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে)।	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১. আবেদনকৃত খামার/ঘের/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন;

২. সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সুস্পষ্ট মতামতসহ আবেদন দাখিলের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ;

খ) সরেজমিন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ অনুমোদন

মাঠ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের দপ্তরে যাচাই-বাছাই করা হবে। প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর-এর অনুমোদনক্রমে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ খামার/ঘের/প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পূর্বে পুনরায় সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। সে প্রেক্ষিতে, পুনঃসরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে অনুমোদন সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট খামার/ঘের/প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অফিস আদেশ বা পত্র জারীর মাধ্যমে অনুমতি প্রদান করা হবে।

অনুমোদনপ্রাপ্ত খামার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন না করলে ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতি বাতিল করা হবে।

১. চাষের অনুমতিপত্র শুধুমাত্র আবেদনে উল্লিখিত খামারের জন্য প্রযোজ্য হবে;

২. অনুমতিপ্রাপ্ত খামার/ঘের/প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত স্থানের বাহিরে অন্য স্থানে ভেনামি চিংড়ি চাষ করা যাবে না;

৩. মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে চাষের কোন পর্যায়ে অন্যত্র লালন পালনের উদ্দেশ্যে ভেনামি চিংড়ি স্থানান্তর করা যাবে না;

৪. আমদানিকৃত পিএল/পিপিএল আমদানির অনুমতিপত্রে উল্লিখিত খামার/ঘের/প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোথাও সরবরাহ করা যাবে না;

৫. পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রদত্ত চাষের অনুমতিপত্র বহাল থাকবে।

Scanned with CamScanner

<u>বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ অনুমোদন ফ্লো-চার্ট-</u>

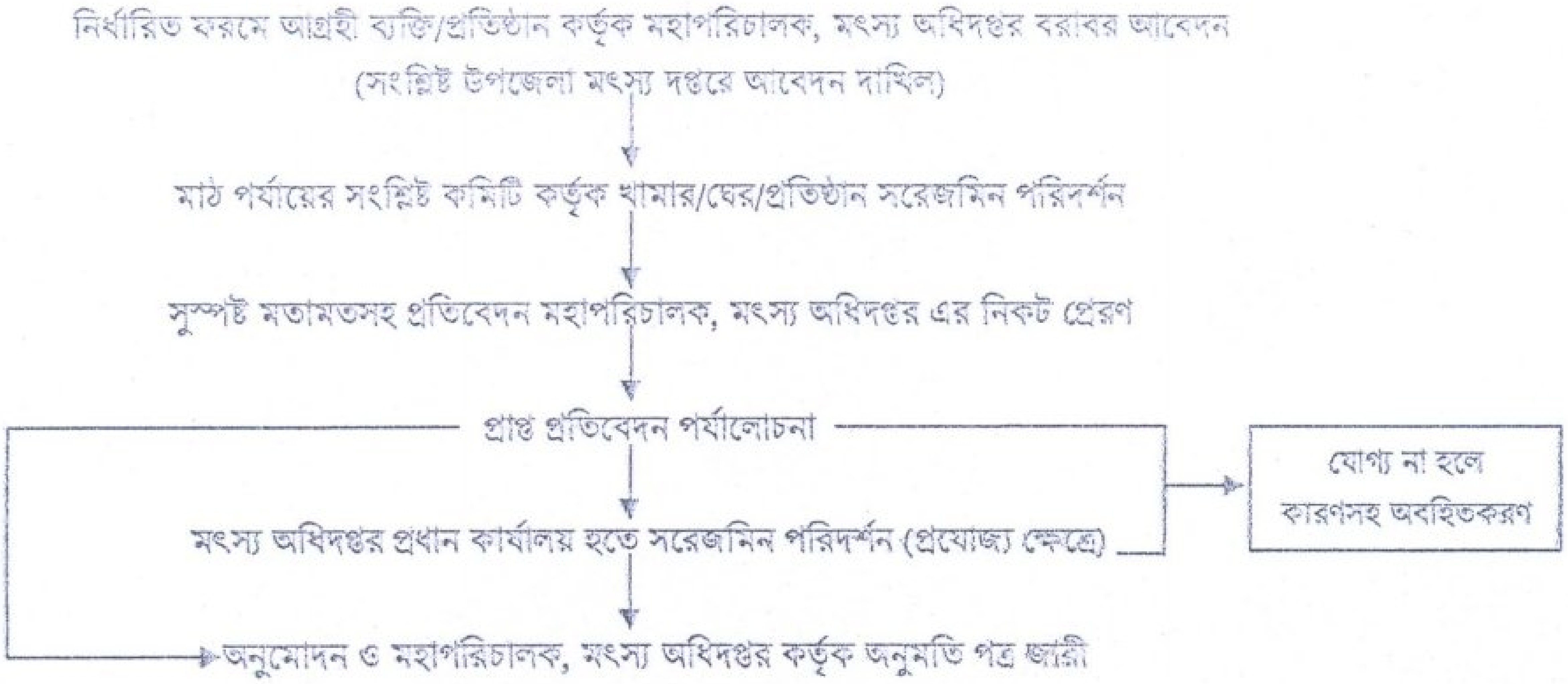

১০. ভেনামি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা

ক) জৈব নিরাপত্তা

ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষাবাদে বায়ো-সিকিউরিটি মানদন্ড প্রতিপালন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে খামার/ঘেরে নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড প্রতিপালন করতে হবে-

১. পানি শোধন;
   - পানি জীবাণুমুক্ত করণ;
   - পানি খাপ-খাওয়ানো/উপযুক্তকরণ;
   - অন্যান্য ব্যবস্থা।

২. বর্জ্য পানি শোধন;

৩. ভৌত অবকাঠামোর বিচ্ছিন্নতা;

৪. বায়ু-সঞ্চালন/এ্যারেশন;

৫. স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা এবং জীবাণুমুক্ত করণ;

৬. রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতকরণ এবং তথ্য সংরক্ষণ;

৭. খামার/ঘেরে চাষ সংক্রান্ত প্রাসংগিক সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ (যেমন- মজুদকৃত পিএল সংখ্যা, খাদ্য প্রয়োগ, অ্যাকোয়া ইনপুট ব্যবহার, উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি);

৮. সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাঝে মাঝে খামার/ঘের সরেজমিন পরিদর্শন করবেন;

৯. ভেনামি চিংড়ি এর রোগ (OIE/WOAH listed) চিহ্নিত হলে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ঐসব সংক্রমিত/রোগাক্রান্ত চিংড়ি মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০, মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ এবং মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ এর বিধান অনুসরণ পূর্বক আটক/জব্দ/বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং দ্রুত ধ্বংস করতে হবে;

১০. রোগাক্রান্ত খামার/ঘের পরবর্তীতে পরিপূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

খ) চাষকালীন ব্যবস্থাপনা

মৎস্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পুকুর, ঘের, সিস্টার্ন বা অনুরূপ জলাশয়ে বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ করা যাবে। ভেনামি চিংড়ি চাষের সকল পর্যায়ে 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন- 'Good Aquaculture Practices (GAP/GAqP)' যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। উন্নত সনাতন বা আধা নিবিড় বা নিবিড় পদ্ধতিতে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষাবাদ করতে হবে। তবে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সনাতন পদ্ধতিতে এ চাষ করা যাবে না। এসপিএফ/এসপিআর পিএল যথাযথ সংখ্যায় মজুদ করতে হবে। প্রয়োজনে খামার/ঘেরে এ্যারেটর এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ মানসম্মত খাদ্য যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই অননুমোদিত এন্টিবায়োটিক (যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি) বা রাসায়নিক পদার্থ (যেমন- ম্যালাকাইট গ্রীন, মিথিলিন ব্লু ইত্যাদি) বা কীটনাশক (যেমন- থায়োডিন, এনড্রিন, ডাইএলড্রিন ইত্যাদি) ভেনামি চিংড়ি চাষে ব্যবহার করা যাবে না।

১১. আহরণকালীন ও আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা

চাষকৃত ভেনামি চিংড়ি বাজার উপযোগি হলে মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিতপূর্বক আহরণ করতে হবে। আহরণের ৮-১০ দিন পূর্বেই চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং কোন প্রকার অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহৃত হলে উইথড্রয়াল পিরিয়ড বা নিঃশেষিত সময় মেনে তা আহরণ করতে হবে।

আহরিত মৎস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ কাজে পরিষ্কার স্থান, পাত্র ও নিরাপদ বরফ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। পরিবহণে ব্যবহৃত যানবাহন ও মাছের বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভালো করে ধুতে হবে। কোনক্রমেই ডিপোতে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো যাবে না এবং চিংড়ির ওজন বাড়ানোর জন্য কোন প্রকারের পানি, সাগুদানা, ময়দা বা অন্য কোন অপদ্রব্য পুশ করা যাবে না।

১২. তথ্য সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণ

১. মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ যে কোন সময় খামার পরিদর্শন করতে পারবেন। উৎপাদন সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

২. খামার/ঘের মালিক ভেনামি চাষ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রদর্শন ও প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

৩. মাঠ পর্যায়ের কমিটি নিয়মিতভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ভেনামি চিংড়ি খামার/ঘের সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং প্রতি চাষ পর্যায়ের শেষে আহরণত্তোর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

Scanned with CamScanner

১৩. আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ

১. মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে ভেনামি চিংড়ি চাষ করা যাবে না;

২. বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করবেন (পরিশিষ্ট-ক);

৩. যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন ফরম নির্ধারিত প্রমাণক/তথ্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করতে হবে;

৪. খামারে চিংড়ি চাষ, চিংড়ি আহরণ ও আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন- Good Aquaculture Practices (GAP/GAqP)' যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৫. খামারে অননুমোদিত কোন পণ্য ব্যবহার করা যাবে না;

৬. খামারে ব্যবহৃত চিংড়ি খাদ্য, পিএল, পিপিএল প্রভৃতি এর উৎস সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে;

৭. চিংড়ি উৎপাদনে দক্ষ কারিগরি জনবলের সংস্থান থাকতে হবে;

৮. মৎস্য অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে খামার কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত সরকারি অথবা বেসরকারি ল্যাবরেটরি হতে যে কোন প্রকার চিংড়ি বিষয়ক রোগসমূহ পরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৯. এ নির্দেশিকায় যাই উল্লেখ থাকুক না কেন, বলবৎ আইন এবং বিধি প্রতিপালন অগ্রাধিকার পাবে;

১৪. সরকারের ক্ষমতা

সরকার যে কোন সময় এই নির্দেশিকা বাতিল বা এর এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ বাতিল বা সংশোধন করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষের জন্য আবেদন ফরম

বরাবর,
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

১. ক) খামার/প্রতিষ্ঠানের নাম:
খ) মালিক/স্বত্বাধিকারীর নাম:
গ) মালিকানার ধরণ (একক/যৌথ):
ঘ) জমির মালিকানা (নিজস্ব/ইজারা):
[*সরকারি খাস জমি দখল করে খামার স্থাপন করা যাবেনা]
ঘ) খামার/ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান:
গ্রাম: মৌজা: ইউনিয়ন:
উপজেলা: জেলা: বিভাগ:
ঙ) প্রতিষ্ঠার সাল ও রেজিস্ট্রেশন নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২. পিতা/স্বামীর নাম :
৩. মাতার নাম :
৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. চাষ পদ্ধতি (নিবিড়/আধা নিবিড়/উন্নত সনাতন/সনাতন) :
৬. খামার সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	তথ্যাদি	মন্তব্য
১.	**জলাশয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:**		
	ক) খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
	খ) পুকুরের সংখ্যা (টি)		
	গ) পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
	ঘ) মজুদ পুকুরের সংখ্যা (টি)		
	ঙ) মজুদ পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
	চ) শোধন পুকুরের সংখ্যা (টি)		
	ছ) নার্সারি পুকরের সংখ্যা (টি)		
২.	**অবকাঠামোগত সুবিধাদি:**		
	ক) খামারের সীমানা-প্রাচীর/বেষ্টনী (আছে/নাই)		
	খ) পুকুরের চারপাশে উচু পাড় (আছে/নাই)		
	গ) পানির উৎস		
	ঘ) পুকুরের চারপাশ জাল/তার/প্লাস্টিক দিয়ে উচু বেড়া (আছে/নাই)		
	ঙ) খামারে যথাযথ ইনলেট ও আউটলেট ব্যবস্থা (আছে/নাই)		

Scanned with CamScanner

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	তথ্যাদি	মন্তব্য
৩.	**জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি:**		
	ক) মোট জনবল (জন)		
	খ) কারিগরি জনবল (চিংড়ি চাষ বিষয়ে অভিজ্ঞ/প্রশিক্ষিত) (জন)		
৪.	**রোগ ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটি:**		
	ক) চিংড়ি রোগ পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে (নিজস্ব/বেসরকারি/সরকারি)		
	খ) বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে শোধন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা (আছে/নাই)		
	গ) শোধন-পুকুর (আছে/নাই)		
	ঘ) খামারে প্রবেশ গেটে disinfectant foot and hand baths (আছে/নাই)		
	ঙ) কোয়ারেন্টাইন সুবিধাদি		
৫.	**চিংড়ি চাষের পূর্ব-অভিজ্ঞতা:**		
	ক) বাগদা চিংড়ি উৎপাদন অভিজ্ঞতা (বছর)		
	খ) বিগত সময়ে মোট বাগদা চিংড়ি উৎপাদন (মে. টন)		
	গ) বিগত সময়ে উৎপাদিত বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন		

৭. তথ্যাদির সমর্থনে নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রমাণাদি ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো-

ক) লে-আউট প্লান

খ) উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা

গ) পাসপোর্ট সাইজ ছবি-২ কপি

ঘ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি

ঙ) ....

চ) ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(নাম, পদবিসহ)

(অলক কুমার সাহা)
উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) (নি.রে.)
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

Scanned with CamScanner